আমলিকা

চুল পড়া রোধ করে ও চুলের অকালপক্কতা নিয়ন্ত্রণ করে

বর্ণনা ঃ

আমলিকা আমলকির রস ও তিল তেল এর মতো প্রাকৃতিক নির্যাস সমৃদ্ধ। আমলিকা চুলের যে কোনো সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সমাধান। বর্তমানে আমাদের দেশে অনিদ্রা, চুল পড়া, চুলের অকালপক্কতা, ঠিকমত চুল না বাড়া, খুশকি ইত্যাদি সমস্যা অতি পরিচিত। ছোট, বড়, বৃদ্ধ সকল বয়সের নারী ও পুরুষ আমলিকা তেল ব্যবহার করতে পারবে। আমলকির রসে থাকে ফ্লাভোনয়েডস ও পলিফেলন, ভিটামিন সি ও শক্তিশালী এন্টিঅক্সিডেন্ট। ইহা চুলের গোড়া শক্ত করে, চুল পড়া বন্ধ করে, চুলের অকালপক্কতা রোধ করে এবং চুল কে প্রাকৃতিক ভাবেই কালো করে। তাছাড়া, আমলকির রস মাথার ত্বক থেকে খুশকি প্রতিহত করে। আমলকিায় আছে তিলের তেল যা এসেনশিয়াল তেল নামে পরিচিত। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে চুল হয় আরো মজবুত ও প্রাণবন্ত।

উপাদান ঃ

প্রতি ১০০ মিলি এ রয়েছে

তাজা আমলকির রস	৫০ মিলি
তিল-তেল	১০০ মিলি

এবং অন্যান্য উপাদান

(সূত্র ঃ রওগন আমলা, বা.জা.ই.ফ) **ইউনানী ঔষধ**

কার্যকারিতা ঃ

চুল পড়া, মাথার চুলের অকালপক্কতা, মস্তিষ্কের শুষ্কতা, অনিদ্রা, খুশকি ও ঠিকমত চুল না বাড়া। এছাড়াও ইহা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং চুলকে কালো ও উজ্জ্বল করে।

ব্যবহার ঃ

অনিদ্রা ঃ প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে মাথার ত্বকে আমলিকা তেল ভালোভাবে ম্যাসাজ করতে হবে। ভালো ফলাফলের জন্য নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে।

চুল পড়া, চুলের অকালপক্কতা ও ঠিকমত চুল না বাড়া ঃ

রাতে সমস্ত চুল ও মাথার ত্বকে ভালো ভাবে আমলিকা তেল লাগিয়ে নিতে হবে এবং ভালো ফলাফলের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ দিন ব্যবহার করতে হবে।

খুশকি ঃ

প্রথমে মাথার চুলে লেবুর রস ও শ্যাম্পু দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর আমলিকা তেল মাথার ত্বকে মালিশ করতে হবে । ভালো ফলাফলের জন্য সপ্তাহে ৩ দিন আমলিকা তেল মাথার ত্বকে মালিশ করতে হবে ।

প্রতি নির্দেশনা ঃ

আমলিকা তেল ব্যবহারে কোনো প্রতি নির্দেশনা নেই ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঃ

আমলিকা তেল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি বিধায় এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই ।

সতর্কতা ঃ

আমলিকা হেয়ার অয়েল গর্ভাবস্থায় এবং দুগ্ধদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা নিরাপদ।

পরিবেশনা ঃ

১৫০ মিলি পিইটি বোতল ।

সংরক্ষন ঃ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন ।
সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন ।

Neptune Laboratories Ltd.
Gazipur-Bangladesh